৪ঠা জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের ২৩১তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রদুত প্যাট্রিসিয়া এ. বিউটেনিসের বাণী

ঢাকা -- ৪ঠা জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে গত ১৪ই জুন যুক্তরাষ্ট্র দুতাবাসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিদায়ী রাষ্ট্রদুত প্যাট্রিসিয়া এ. বিউটেনিস নিম্নলিখিত বাণী প্রদান করেন।

(রাষ্ট্রদুতের বাণীর পূর্ণ বিবরণ)

প্রধান অতিথি ডা. এ.বি. মির্জা মোঃ আজিজুল ইসলাম; রাষ্ট্রদুতবৃন্দ; সম্মানিত অতিথিবর্গ, বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীবৃন্দ -- আস্‌সালামু আলাইকুম এবং শুভ সন্ধ্যা। আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস আগাম উদযাপনের জন্য আপনাদের এতজনকে আজকে এখানে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ অনুষ্ঠানটি আমার জন্য বিশেষ গুরুত্ববহ, কারণ বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদুত হিসেবে আপনাদের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে বক্তব্য রাখার এটাই আমার শেষ সুযোগ।

আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস ৪ঠা জুলাই, কিন্তু আজকের দিনটিও, ১৪ই জুন, যুক্তরাষ্ট্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। আজ পতাকা দিবস। আপনাদের অনেকেই হয়ত জানেন: আমেরিকার পতাকায় ১৩টি ডোরা আমাদের আদি ১৩টি উপনিবেশ এবং ৫০টি তারকা বর্তমানের ৫০টি অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। আমাদের একটি মূলমন্ত্র হল 'অনেকগুলো থেকে একটি', যা কেবল আমাদের অঙ্গরাজ্যগুলো নয়, বরং আমাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ অধিবাসীদের বেলায়ও প্রযোজ্য। আমাদের আমেরিকানদের, এই দুতাবাসে যারা আছেন তারাসহ, শেকড় রয়েছে ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া এবং দুই আমেরিকায় -- এবং ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে আমরা খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলিম বা ইহুদি।

আমরা সবাই আমেরিকান। আমাদের পরিচয় আমরা আমেরিকান, এবং সেটা আমাদের জাতিগোষ্ঠী বা ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়, বরং আমাদের যৌথ বিশ্বাসের ভিত্তিতে।

আজ থেকে ২৩১ বছর আগে টমাস জেফারসন আমাদের 'স্বাধীনতার ঘোষণা'য় এসব বিশ্বাসের কিছু কিছু রূপরেখা দিয়েছিলেন:

"আমরা বিশ্বাস করি এসব সত্য স্ব-প্রকাশিত যে সকল মানুষকে সমান করে সৃষ্টি করা হয়েছে, সৃষ্টিকর্তা সবাইকে কিছু অবিভাজ্য অধিকার দিয়েছেন, এগুলোর মধ্যে আছে 'জীবন, স্বাধীনতা ও সুখ-অন্বেষা'র অধিকার।"

এটা সত্যি যে আমরা সবসময় আমাদের আদর্শ অনুযায়ী চলতে পারিনি: স্বাধীনতার পর প্রায় একশ' বছর যুক্তরাষ্ট্রে দাসত্ব প্রথা বজায় ছিল এবং নারীরা বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ভোট দেওয়ার রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করেছে, কিন্তু আমরা আমাদের আদর্শ আরো পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়নের চেষ্টায় রত আছি।

এছাড়াও, আমরা বিশ্বাস করি এসব আদর্শ সার্বজনীন। আমরা বিশ্বাস করি মৌলিক অধিকার ও গণতন্ত্র কেবল আমেরিকানদের নয়, বরং পৃথিবীর যে যেখানে বসবাস করে সবার জন্যই সমান গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আরো বিশ্বাস করি আমেরিকান হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হল এসব মূল্যবোধ প্রচার ও প্রসার করা এবং অন্যদের সাথে ভাগ করে নেয়। প্রেসিডেন্ট বুশ সম্প্রতি বলেছেন:

"স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও আশাকে সমুন্নত রাখতে আমরা নেতৃত্ব দিয়ে যাব, কারণ আমাদের মূল্যবোধ ও আমাদের স্বার্থ এগুলোর দাবি করে।"

বাংলাদেশে আমার অবস্থানকালে আমি এটা দেখে অভিভূত যে আমেরিকান ও বাংলাদেশিরা কত গভীরভাবে কত বিষয়ে অভিন্ন মূল্যবোধ পোষণ করে। আমরা উভয়ে আমাদের বৈচিত্র্য এবং আমাদের সহিষ্ণুতা ও মধ্যপন্থার এতিহ্য নিয়ে গৌরববোধ করি। আমরা উভয়েই পরিবার ও গণতন্ত্রের জন্য ভালাবাসা নিয়ে গৌরববোধ করি।

যুক্তরাষ্ট্র তার নিজের স্বার্থেই চায় বাংলাদেশ একটি মুক্ত, সমৃদ্ধশালী ও গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আবির্ভূত হোক। সন্ত্রাস প্রতিরোধ থেকে দারিদ্র্য বিমোচনসহ যেসব বিষয় নিয়ে বাংলাদেশে আমরা উদ্বিগ্ন সেগুলো নির্ভর করে স্থায়ী গণতান্ত্রিক বিকাশের ওপর। আমি আশা করি আপনারা আমার সাথে একমত হবেন বাংলাদেশের জন্য এই স্বপ্ন বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারেরও স্বপ্ন।

আমার বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়ার সময় আমি আপনাদের জানিয়ে যেতে চাই এখানে যাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে তাদের সবার খোলামেলা ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারে আমি কতোটা আপ্লুত হয়েছি -- সে ক্ষমতার কেন্দ্র ঢাকায় হোক, বা হাট-বাজারপূর্ণ রাজশাহীতে, ব্যবসার কেন্দ্র চট্টগ্রামে, চা বাগান খ্যাত সিলেটে বা চরাঞ্চলের জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত সুন্দরবনে -- যেখানেই আমি যার সাথেই মিলিত হয়েছি আমি মুগ্ধ হয়েছি।

আমি যদি কখনো আপনাদের কাউকে আমার কথা বা কাজের মাধ্যমে আঘাত করে থাকি, তাহলে মনে করবেন আমি যা বলেছি বা করেছি সবই বলেছি বা করেছি বন্ধুত্ব, অংশীদারিত্ব ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের স্পৃহা নিয়ে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন আমি কখনোই বিএনপি, আওয়ামী লীগ বা অন্য দল বা গোষ্ঠীর পক্ষ হয়ে কোনো কথা বলিনি, বরং সবসময়ই গণতান্ত্রিক ধারণা ও গণতান্ত্রিক চর্চার পক্ষে বলেছি।

রাষ্ট্রদুত হিসেবে আমার মেয়াদ পূর্ণ করার সময় আমার একটাই আক্ষেপ যে অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য একটি নির্বাচন দেখার আগেই আমি বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আমি আশা করি এই কক্ষের প্রত্যেকেই বাংলাদেশে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সংস্কার এবং যত দ্রুত সম্ভব গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার প্রয়াস ও প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করবেন।

সবাইকে ধন্যবাদ এবং শুভ সন্ধ্যা।

==========

*(*ওয়াশিংটন ফাইল যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের অফিস অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম্‌স-এর একটি প্রকাশনা।*)

জিআর/ ২০০৭

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website:* *dhaka.usembassy.gov* *এ যোগাযোগ করুন।*